জন (৩৩.৯%) ছাত্রী উপবৃত্তি কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে মাধ্যমিক স্তরে মোট শিক্ষার্থীর মধ্যে বর্তমানে ৫২.৩% ছাত্রী। উল্লেখ্য যে, ৪টি উপবৃত্তি কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে সর্বমোট ৪৬১টি উপজেলার ২১,০২৭টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের (স্কুল ও মাদরাসা) সর্বমোট ৪১,৮১,০৫৮ জন ছাত্রী কে উপবৃত্তি প্রদান করা হয়েছে এবং এ বাবদ ব্যয় হয়েছে ৩০৩.৪৫ কোটি টাকা।

৫.০০ : মাধ্যমিক স্তরের ছাত্রী উপবৃত্তি কর্মসূচী প্রবর্তনের ফলে এই স্তরের মেয়েদেকে অংশগ্রহণ দ্রুত বৃদ্ধি পেলেও এক পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে ছাত্রী সংখ্যা কাঙ্খিত লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী বৃদ্ধি পায়নি। অর্থাৎ মাধমিক পর্যায়ে উত্তীর্ণ মেয়েদের মধ্যে গড়ে ৫৮.৫ শতাংশ ছাত্রী উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীতে ভর্তি হয় এবং ৪১.৫ শতাংশ ছাত্রী পড়াশুনা থেকে বিরত থাকে। মাধ্যমিক স্তর উত্তীর্ণ সকল ছাত্রীদের নূন্যতম উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে গড়ে না তুলতে পারলে তাদেরকে যেমন কোন সম্মানজনক পেশায় নিয়োজিত করা সম্ভব নয় তেমনি সম্ভব নয় তাদেরকে উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত করে গড়ে তোলা। মেয়েদেরকে উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে পারলে তারা একদিকে যেমন সমাজ সেবায় অবদান রাখতে পারবে, অপরদিকে তেমনি দেশের আর্থ-সামাজিক তথা জাতীয় উন্নয়নে অংশগ্রহণ করে কার্যকরী ভূমিকা রাখতে পারবে এই সুদুরপ্রসারী ধ্যান-ধারণা ও কর্মপরিকল্পনাকে সামনে রেখে গণতান্ত্রিক সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া "উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে ছাত্রীদের উপবৃত্তি প্রদান প্রকল্পভুক্ত কর্মসূচীটি করেছেন।

৬.০০ : **"উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে ছাত্রীদের উপবৃত্তি প্রদান প্রকল্প" এর মূল উদ্দেশ্য হল ঃ**

১. উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে অধিক সংখ্যক ছাত্রী ভর্তি, তাদের অধ্যয়ন অব্যাহত রাখার সুযোগ সৃষ্টি, ঝরে পড়ার হার রোধ করে তাদের উচ্চ শিক্ষা লাভে সহায়তা প্রদান।

২. উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের ছাত্রীদের অধিক হারে বিজ্ঞান শিক্ষায় উৎসাহ প্রদান।

৩. উপবৃত্তি প্রাপ্ত ছাত্রীদের উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত অবিবাহিত থাকার উৎসাহ প্রদানের মাধ্যমে জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধ।

৪. স্ব-কর্মসংস্থানে উৎসাহিত করার মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচনে সহায়তা করা তথা জাতীয় অগ্রগতিতে অবদান রাখা এবং

৫. নারীর সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি এবং সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমতা আনয়ন।

৭.০০ : প্রকল্পের আওতায় উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের একজন নিয়মিত ছাত্রীকে মাসে ৬৫.০০ (পয়ষট্টি) টাকা হারে উপবৃত্তি, একাদশ শ্রেণীতে একজন ছাত্রীকে বই কেনা বাবদ ৩৫০.০০ (তিনশত পঞ্চাশ) টাকা এককালীন অনুদান, দ্বাদশ শ্রেণীর বিজ্ঞান শাখার ছাত্রী প্রতি ৬০০.০০ (ছয়শত) টাকা ও অন্যান্য শাখার ছাত্রী প্রতি ৪০০.০০ (চারশত) টাকা পরীক্ষার ফিস বাবদ এককালীন অনুদান এবং নিয়মিত ছাত্রীদের টিউশন ফিস বাবদ সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রী প্রতি ২০.০০ (বিশ) টাকা এবং বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রী প্রতি ৪০.০০ (চল্লিশ) টাকা হারে ভর্তুকী প্রদানের সংস্থান রাখা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় উক্ত সুবিধা গ্রহণের জন্যে একজন ছাত্রী ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে নিম্ন বর্ণিত শর্তসমূহ পূরণ করতে হবে।

৮.০০ : **উপবৃত্তি প্রাপ্তির (ছাত্রী) শর্তাবলীর মধ্যে রয়েছে ঃ**

০১. উচ্চ মাধ্যমিক ও আলিম শ্রেণীর নিয়মিত ছাত্রী হওয়া;

০২. এস.এস.সি ও দাখিল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর কোন পাঠ বিরতি না থাকা;

০৩. এস.এস.সি ও দাখিল পরীক্ষায় নিয়মিত ছাত্রী হিসেবে উত্তীর্ণ হওয়া;

০৪. উচ্চ মাধ্যমিক ও আলিম শ্রেণীর অভ্যন্তরীণ বা নির্বাচনী পরীক্ষায় নিয়মিত ছাত্রী হিসেবে উত্তীর্ণ হওয়া;

০৫. এস.এস.সি ও দাখিল পরীক্ষায় সকল বিষয়ে নিয়মিতভাবে উত্তীর্ণ হয়ে নূন্যতম জিপিএ ২.৫ পাওয়া;

০৬. শতকরা ৭৫ দিন শ্রেণীতে উপস্থিত থাকা;

০৭. উচ্চ মাধ্যমিক ও আলিম চূড়ান্ত পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করা পর্যন্ত অবিবাহিত থাকা;

০৮. একাদশ শ্রেণী থেকে অভ্যন্তরীণ পরীক্ষায় ৪৫ শতাংশ নম্বর পেয়ে উত্তীর্ণ হয়ে দ্বাদশ শ্রেণীতে ভর্তি হওয়া;

০৯. নির্বাচনী পরীক্ষায় কমপক্ষে ৪৫ শতাংশ নম্বর পেয়ে উত্তীর্ণ হওয়া সাপেক্ষে চূড়ান্ত পরীক্ষায় ফরম পূরণ করা।

৯.০০ : **শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্যে পূরণীয় শর্তাবলীর মধ্যে রয়েছে ঃ**

০১. নূন্যতম হাল নাগাদ শিক্ষা বোর্ডের স্বীকৃতি থাকা;

০২. ছাত্রীদের নিকট থেকে টিউশন ফি গ্রহণ না করা।

১০.০০ : ২০০১ অর্থ বছরে (জানুয়ারী-জুন '২০০২) ছ'মাস মেয়াদে পরীক্ষামূলকভাবে ২০৭৯.০০ লক্ষ (বিশ কোটি উনআশি লক্ষ) টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে এই প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে এবং পাইলট পর্যায় শেষে পরবর্তী পাঁচ বছর (অর্থ বছর) পর্যন্ত প্রকল্পের ২য় পর্যায় গ্রহণ করা হয়েছে। ২০০২-২০০৩ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে ৪০.০০ কোটি টাকার সংস্থান পূর্বক "উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের ছাত্রীদের উপবৃত্তি প্রদান প্রকল্প : ২য় পর্যায়" শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। আশা করা যাচ্ছে যে, মাধ্যমিক পর্যায়ে ছাত্রী উপবৃত্তি প্রদান কর্মসূচীর সফলতা এবং আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে এর পরিচিতির কারণে বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী দেশ/সংস্থা সরকারের এ কর্মসূচীতে আর্থিক সহযোগিতা প্রদানে আগ্রহী হবে।

১১.০০ : পাইলট পর্যায়ে প্রকল্পের আওতায় আলিমসহ ৪৬১টি উপজেলায় প্রায় ৪ হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীতে অধ্যয়নরত আনুমানিক ২.০৫ লক্ষ (দুই লক্ষ পাঁচ হাজার) ছাত্রীর জন্য উপবৃত্তি ও বেতন মওকুফের সুবিধা রাখা হয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে গৃহীত এই প্রকল্পটি মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত হচ্ছে। কেন্দ্রীয় পর্যায়ে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের পরিকল্পনা ও উন্নয়ন শাখা, মাঠ পর্যায়ে আঞ্চলিক উপ-পরিচালক, জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা এবং উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা প্রকল্প কর্মকর্তাগণ এ প্রকল্প বাস্তবায়নের সাথে প্রত্যক্ষভাবে সম্পৃক্ত রয়েছেন। উল্লেখ্য, মাঠ পর্যায়ে উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা প্রকল্প কর্মকর্তা এবং তিনটি ব্যাংক যথা:- অগ্রণী, জনতা ও রূপালী এ প্রকল্প বাস্তবায়নে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়ন ব্যবস্থাপনার শীর্ষে রয়েছে একাধিক মন্ত্রণালয়ের সমন্বয়ে গঠিত স্টিয়ারিং কমিটি। প্রকল্পটি ১ জানুয়ারী ২০০২ তারিখ থেকে কার্যকর করা হয়েছে।

১২.০০ : **প্রকল্পটি সুষ্ঠভাবে বাস্তবায়িত হলে -**

১. এস.এস.সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ মেয়েদের মধ্যে যে ৫৮.৫ শতাংশ মেয়ে উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীতে ভর্তি হচ্ছে, এসব মেয়েরা মাঝ পথে ঝরে না পড়ে তাদের পড়াশুনা অব্যাহত রাখবে;

২. পড়াশুনা থেকে বিরত রয়েছে এমন ৪১.৫ শতাংশ মেয়েরা পরবর্তী উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণে নতুন করে উদ্বুদ্ধ হবে;